ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৭৭ ● কলকাতা ● ২৮ আশ্বিন, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

প্রকাশ্যে ঐশ্বরিয়ার ডায়রির পাতা, বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে কিছু জানা গেল কি?

পৃঃ ৫

মেসির প্লে অফ অভিষেক, দেখানো হবে ২৫ হাজার বর্গফুটের পর্দায়

পৃঃ ৬

ডাক্তারদের পাশে থাকতে চান সুকান্তেরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দশমীর ভাষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত আরজি কর নিয়ে বার্তা দেওয়ার পরেই সিপিএমের পথ নিল বিজেপি। বিজেপি কর্মীদের জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে শামিল হওয়ার ডাক দিলেন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি জানিয়ে দিলেন, এই প্রতিবাদে চিকিৎসকদের পাশে রয়েছেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস হালদার জানিয়ে দিয়েছেন, দলীয় পতাকা নিয়ে তাঁদের সমর্থন জানানো যাবে না। তাঁর কথায়, "দলীয় স্বার্থ দূরে সরিয়ে রেখে, দলের পতাকা, ব্যানার ছেড়ে একেবারে সাধারণ নাগরিক হিসাবে কেউ এখানে আসতে চাইলে, এই আন্দোলনে আমাদের পাশে দাঁড়াতে চাইলে দাঁড়াতেই পারেন। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দল যদি দলীয় স্বার্থ নিয়ে এই আন্দোলনের অংশ হতে চায়, তা হলে সেটা হতে দেব না।" তার পরেই তিনি বলেন, "একটা কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, কোনও চেনা পরিচিত রাজনীতিক, তা তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস, যে দলেরই হোন না কেন, তাঁকে আমরা কোনও মতেই এই আন্দোলনের ধারেকাছে ঘেঁষতে দেব না।"আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল, 'দলীয় স্বার্থ' দূরে রেখে কেউ আন্দোলনে শামিল হতে চাইলে অবশ্যই তা পারেন। কিন্তু কোনও পরিচিত রাজনীতিককে তাঁদের এই আন্দোলনের কাছে কোনও মতেই ঘেঁষতে দেবেন না, তা সেই রাজনীতিক যে দলেরই হোন না কেন।

এরপর ৩ পাতায়

রানি রাসমণি রোডে দাঁড়িয়ে সারি সারি খালি বাস, 'দ্রোহ কার্নিভালে'র আগে কলকাতা পুলিশের নয়া কৌশল?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রতি বছরের মতো এবারও দুর্গা পুজোর কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার কার্নিভাল হবে রেড রোডে। সব প্রস্তুতি প্রায় শেষ। এদিকে, প্রস্তুতি চলছে 'দ্রোহের কার্নিভালের'ও। মঙ্গলবারই 'দ্রোহের কার্নিভালের' ডাক দিয়েছেন চিকিৎসকরা। তার আগে দেখা গেল অভিনব ছবি। সোমবার দুপুরে দেখা গেল, রানি রাসমণি রোডে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি খালি বাস।কয়েকদিন আগে দুর্গা পুজোর ষষ্ঠীর দিন চিকিৎসকদের ও পরিক্রমা আটকানোর অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। সে দিন ধর্মতলায় বাস ও ট্যাঙ্কারের চাবি নিয়ে রাস্তা আটকে রাখার অভিযোগও ওঠে। অনেকেই বলছেন, এটা কলকাতা

এরপর ৩ পাতায়

নাচতে নাচতে এলেন বিসর্জনে, পরমাত্মীয় দু'জন ফিরলেন লাশ হয়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঠাকুর নিরঞ্জনে এসে ডুবে মৃত্যু হল দুইজনের। বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীর কংগ্রেস পাড়া ঘাটে পারিবারিক পুজোর নিরঞ্জনে এসে জলে তলিয়ে যান তিনজন। তাদের মধ্যে দু'জনকে উদ্ধার করে বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠানো হয়। যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় শ্যামল কুমার দত্তের (৬৫)। এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি অংশু নন্দী (৩৫)কে।ঠাকুরের কাঠামো তুলতে আসা এক গৃহবধূ লক্ষ্মী হালদার বলেন ঠাকুর বিসর্জন এর পর তিনজন মিলে কাঠামোটিকে মাঝ নদীর দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তখনই স্রোতের মুখে পড়ে যায় এবং চোখের সামনেই তিনজন ভেসে যেতে থাকে। দুজনকে দড়ি দিয়ে ও বাঁশ ফেলে কোনো রকম ভাবে উদ্ধার করা গেলেও তৃতীয় জনকে আটকানো যায়নি। কিছু দুর পর্যন্ত তার হাত দেখা গেছে কিন্তু তারপর আর তার কোন হদিস নেই। বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেছেন, 'সমস্ত রকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। আমরা বারবার নিষেধ করেছিলাম জনগণকে যাতে প্রশাসনে অনুমতি ছাড়া অন্য কোন ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন না হয়। এই ঘাটের স্রোত বেশি ছিল, যারা সাঁতার জানে না তারা জলে নেমেছে এবং দুঃখজনক

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা

ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ

সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

Girl's Hostel

Boy's Hostel

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স
ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

- সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
  সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
  মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫
- নিউ বিশ্বাস জেরক্স
  মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
  মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬
- আদর্শ শিশু নিকেতন
  ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০
- সাগরিকা লাইব্রেরী
  বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭
- আরফান আলি বিশ্বাস
  দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

বিশেষ প্রচারাভিযান ৪.০ বাস্তবায়নের সময়

নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের সাফল্য

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থাগুলির দ্বারা স্বচ্ছতা এবং অন্যান্য বিষয়ে বাকি থাকা কাজগুলির বাস্তবায়নের জন্য প্রচারাভিয়ান ৪.০-র সূচনা করেছেন।

এই পর্বে বিভিন্ন স্থানে স্বচ্ছতা অভিযান, অফিসগুলির সৌন্দর্যায়ন, স্থান সঙ্কুলান এর মতো বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া হচ্ছে। এ দফায় ২ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত অভিযান চলবে। কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী নতুন দিল্লির কুতুব ইন্সিস্টিটিউশনাল এলাকায় ডঃ দুর্গাবাই দেশমুখ সমাজকল্যাণ স্থিত সিএআরএ অফিস চত্বরে শ্রমদান করেন এবং সেখানকার স্বচ্ছতা বিষয়ক কাজকর্মগুলি পর্যালোচনা করেন। প্রচারাভিয়ানে মন্ত্রকের তরফে পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকরা ৯ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জীবন বিহার ভবনে আয়োজিত রেকর্ড রুম ও জীবনতারা ও জীবন বিহার ভবনের শৌচালয়, অফিস চত্বর, স্টোর রুম ইত্যাদি পরিদর্শন করেন।

উপভোক্তাদের রিফান্ড মোড সংক্রান্ত

উপভোক্তাদের রিফান্ড মোড সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা বিকল্প নির্বাচনের পদ্ধতি তৈরির নির্দেশ দিয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় গ্রাহক সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ সিসিপিএ, ওলাকে উপভোক্তাদের রিফান্ড মোড সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা বিকল্প নির্বাচনের পদ্ধতি তৈরির নির্দেশ দিয়েছে। এর ফলে অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলাকালীন গ্রাহকদের সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বা কুপনের মাধ্যমে রিফান্ড প্রদানের সুবিধা প্রধান করতে হগবে। ওলাকে গ্রাহকদের তাদের বিল বা ইনভয়েসের কপি দিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরিষেবা স্বচ্ছতা আনতেই এই পদক্ষেপ। সিসিপিএ-র মুখ্যকমিশনার শ্রীমতী নিধি খারের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত নেয়। সিসিপিএ দেখেছে যে গ্রাহকরা ওলা অ্যাপে যখনই কোনও অভিযোগ দায়ের করে তখন রিফান্ড সংক্রান্ত কোনও

এরপর ৩ পাতায়

মমতাকে জেতাতে অনেক পরিশ্রম করেছিলাম,

মনে হচ্ছে পাপ করেছি' অনশন মঞ্চে অশীতিপর বৃদ্ধ

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : আর জি কর-কাণ্ডে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে দিন দিন বাড়ছে সাধারণ মানুষের সমর্থন। একাদশীতে অরন্ধন পালন থেকে অনশন মঞ্চে দূর দূরান্ত থেকে যোগদান, সবেতেই দেখা গেল সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান। শুধু কলকাতার মানুষ নয়, বিভিন্ন জেলা থেকে এলেন মানুষ, বিদেশ থেকে দেশে ফিরেও অনেকে এসে দাঁড়ালেন অনশনরত চিকিৎসক পড়ুয়াদের পাশে।আক্ষেপের সুরে বললেন, ' মমতাকে জেতাতে অনেক পরিশ্রম করেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে পাপ করেছি। সেই পাপক্ষালন করতে এসেছি। এখনও কেন রাষ্ট্রপতিশাসন জারি হবে না এই রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী কী করে এখনও বসে আছেন...'

সব মিলিয়ে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ খুনে সুবিচার এবং জুনিয়র ডাক্তারদের দাবির পাশে দাঁড়ানো মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে রাজ্য সরকার ও আন্দোলনকারীদের টানাপোড়েন। কবে মিলবে সমাধানসূত্র ? কবে বিচার পাবেন আরজি করের নির্যাতিতা ? উত্তরের অপেক্ষা আন্দোলনকারীরা, উত্তরের অপেক্ষায় দেশ।রবিবার অনশন মঞ্চে দেখা গেল একাধিক অন্যরকম ছবি। যেমন, রবিবার দণ্ডি কেটে ধর্মতলার অনশন মঞ্চে পৌঁছলেন বরানগরের এক বাসিন্দা। আবার জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে থাকার বার্তা দিতে কাঁথি থেকে ছুটে এলেন এক বৃদ্ধ। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পুজোর ছুটি কাটাতে কলকাতায় আসা চিকিৎসকও দূরে থাকতে পারলেন না কলকাতার চিকিৎসকদের আন্দোলন থেকে । অন্যদিকে আর জি কর-কাণ্ডে বিচারের দাবিতে রবিবার অরন্ধন পালন করলেন নাগরিকদের একাংশ। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের ডাকে সাড়া মিলল খাস কলকাতা থেকে জেলাতেও।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের ভিড় বেড়েছে ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের অনশনমঞ্চে। রবিবারও যার অন্যথা হল না। তারই মধ্যে এবিপি আনন্দের ফ্রেমবন্দি পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির বাসিন্দা রথীন্দ্রনাথ পতি। কর্মজীবনে ছিলেন শিক্ষক। এখন বয়স আশি পেরিয়েছে। অনেক ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের ছোটবেলার পড়াশোনার ভিত গড়ে উঠেছে তাঁর হাতেই। আর জি কর-কাণ্ডের পর, ১০ দফা দাবিতে ধর্মতলায় যখন জুনিয়র ডাক্তারদের অনশনের এক সপ্তাহের বেশি সময় কেটে গিয়েছে, তখন আর বাড়িতে বসে থাকতে পারেননি পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির বাসিন্দা রথীন্দ্রনাথ পতি। সটান চলে এসেছেন ধর্মতলার অনশন মঞ্চে।

প্রয়োজনে ব্যক্তিগত ইস্তফা দিতেও রাজি',

মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে ইস্তফা নিয়ে পাল্টা চাপের কৌশল চিকিৎসকদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের ডাকে স্বাস্থ্যভবনে বৈঠকে বসেছেন ৬টি চিকিৎসক সংগঠনের মোট ১৮জন প্রতিনিধি। ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা বলেছেন ৮ জন প্রতিনিধি। ফেডারেশন অফ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন FEMA-র ৬৯টি চিকিৎসক সংগঠন রয়েছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে এই মিটিংয়ে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম গরহাজির রয়েছেন।অন্যদিকে, জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের তরফে চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলফ রির্ক্যুটমেন্ট বোর্ড ও ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলের দুর্নীতির বিষয়টিতে বৈঠকে উত্থাপন করেন। আর এক্ষেত্রেও স্বাস্থ্য দফতরে অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে তিনি বৈঠকে উল্লেখ করেছেন।

চিকিৎসক স্বর্ণেন্দু সামন্ত মুখ্যসচিবকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যাতে ধর্মতলায় অনশনকারীদের মঞ্চে যান। অনশনকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি বোঝার আবেদন জানান তিনি।

হেলথ সেক্রেটারির পদত্যাগের যে দাবি জানানো হয়েছে, তাকে IMA বেঙ্গলের তরফ থেকে সমর্থন করা হয়েছে বলেও বৈঠকে আলোকপাত করা হয়েছে।যাঁর পদত্যাগের দাবি করেছে WBJDF ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র্স ডক্টর ফোরামের। যে দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছে প্রত্যেকটি চিকিৎসক সংগঠন। দ্রোহের কার্নিভালে মুখ্যসচিব-স্বরাষ্ট্রসচিবকে আমন্ত্রণ জানাল জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টর্সের প্রতিনিধি চিকিৎসক কৌশিক চাকি। ইস্তফা নিয়ে সরকারকেই পাল্টা চাপে রাখলেন সিনিয়র চিকিৎসকরা। এদিনের বৈঠকে গণইস্তফা নিয়ে চিকিৎসকদের তরফ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, পদত্যাগের প্রোফার্মা তৈরি করুক রাজ্য সরকার। দাবি তুললেন IMA-এর যুগ্ম সম্পাদক রঞ্জন ভট্টাচার্যের। তিনি বলেন, “আমরা ব্যক্তিগত পদত্যাগে রাজি।”

প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডে বিচারের দাবিতে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা গণইস্তফা দেন। এর প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল, গণইস্তফা বলে কিছু হয় না। ডাক্তারদের গণইস্তফায় বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলেও দাবি করে নবান্ন। সেই বক্তব্যের প্রসঙ্গেই এইদিনের বৈঠকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন সিনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ। চিকিৎসকদের মধ্যে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের তরফে সজল বিশ্বাস বলেছেন, স্বাস্থ্যে মাফিয়ারাজ চলছে। আর সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দফতরে একাধিক বিষয়ে জানানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে বৈঠকে জানান তিনি।

অন্যদিকে, WBJDF ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র্স ডক্টর ফোরামের তরফেও এই দাবিকে সমর্থন করা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উঠে আসে ত্রিধারা সম্মিলনীতে স্লোগান প্রসঙ্গও। প্রটেক্ট দ্য ওয়ারিয়র্সের তরফে চিকিৎসক অধীশ বসু এই বিষয়টি বৈঠকে উত্থাপন করেন। কেন উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান দেওয়ার জন্য ৯ জনকে গ্রেফতার করা হল, সে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

মঙ্গলে পতাকা ছাড়া পথে নামছেন শুভেন্দুরাও, কার্নিভাল বাতিলের ডাক

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : সোমবার জেলাগুলিতে পুজোর কার্নিভাল হয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতায় পুজো কার্নিভাল। আর সেই পুজো কার্নিভাল বয়কটের ডাক দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। বিকেল চারটে নাগাদ 'মমতার কার্নিভাল বয়কট করুন।' নাম দিয়ে মিছিলের ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু।

শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, দলীয় পতাকা ছাড়াই এই মিছিলে নামার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। মিছিলে উপস্থিত থাকবেন দলের বিধায়ক ও সাংসদরা। তবে পুলিশের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে, যেহেতু ধর্মতলায় কার্নিভালের কর্মসূচি রয়েছে। দ্রোহ কার্নিভাল রয়েছে। সেই কারণে মিছিল যেন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে যায়। তবে এই কথা পুলিশ বললেও পরবর্তী পদক্ষেপ কী করা হবে তা এখনও জানা যায়নি।

প্রসঙ্গত, কার্নিভালের পাশাপাশি ডাক্তারদের ডাকা দ্রোহ কার্নিভাল রয়েছে মঙ্গলবার। তিলোত্তমার ন্যায় বিচার ও নিজেদের সুরক্ষার দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন তারা। যদিও, সরকারের তরফে ডাক্তারদের আহ্বান করা হয়েছে ওই দিন অনেক বিদেশের অনেক গেস্ট থাকবে। ফলে তাদের কাছে ভুল বার্তা যেতে পারে। সেই কারণে ওই দিন যাতে দ্রোহ কার্নিভাল বাতিল করেন তাঁরা। তবে চিকিৎসকরাও পরিষ্কার জানিয়েছেন তাঁরা কোনওভাবেই বাতিল করবেন না দ্রোহ কার্নিভাল।

'ইয়ার্কি হচ্ছে? ভেবেছে কী?',

ডাক্তারদের প্রশ্ন কুণালের, জবাব দিলেন দেবাশিসরাও

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : একটানা ৯ দিন ধরে অনশন করছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁদের সমর্থন করতে ছুটে যাচ্ছেন সিনিয়র চিকিৎসক, শিল্পী থেকে সাধারণ মানুষ। এরই মধ্যে রাজভবনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা বলেছেন সেই আন্দোলনরত চিকিৎসকরা। এরপরই চিকিৎসকদের দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। সিবিআই চার্জশিট দেওয়ার পরও কেন অনাস্থা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

আজ, সোমবার রাজভবন অভিযানের কথা ঘোষণা করেছেন আন্দোলনরত চিকিৎসকেরা। তাঁদের সিবিআই-এর তদন্তে আস্থা নেই। আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় চার্জশিটে একজনের নাম উল্লেখ করেছে সিবিআই। তাতে চিকিৎসকরা মনে করছেন, তদন্ত ঠিক পথে এগোচ্ছে না। এই ইস্যুতেই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন তাঁরা।

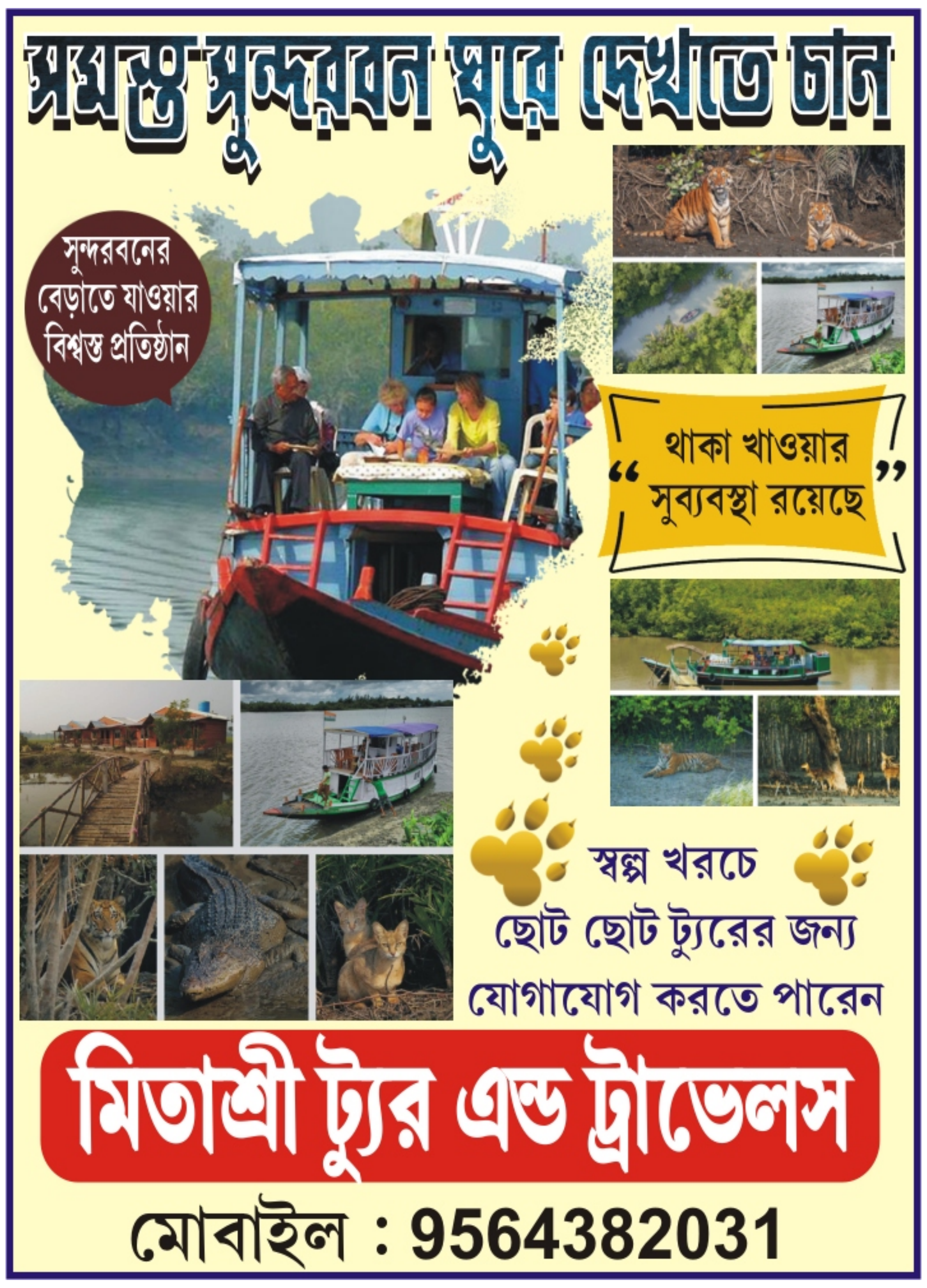

গুজরাটের মেহসেনায়
দেওয়াল ধসে পড়ায় প্রাণহানির সংবাদে বিচলিত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :গুজরাটের মেহসেনা জেলায় দেওয়াল ধসে পড়ায় প্রাণহানির সংবাদে বিচলিত প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এজন্য তিনি গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন। এছাড়াও, নিহতদের পরিবার-পরিজনকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে এই সহায়তা দেওয়া হবে।

এ সম্পর্কে সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় শ্রী মোদী বলেছেন : “গুজরাটের মেহসেনায় দেওয়াল ধসে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেজন্য আমি খুবই ব্যথিত। এই দুর্ঘটনায় যাঁরা নিকটজনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার গভীর শোক ও সমবেদনা জানাই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁদের এই দুঃখ বহন করার মতো ক্ষমতা প্রদান করেন। একইসঙ্গে দুর্ঘটনায় যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, এই কামনাও জানাই। রাজ্য সরকার তথা স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের যথাসাধ্য সহায়তা দিয়ে যাবে। : প্রধানমন্ত্রী @narendramodi”

“প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে গুজরাটের মেহসেনার দুর্ঘটনায় নিহতদের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।”

বাবা সিদ্দিককে গুলির পরই পুলিশকে মরিচের গুঁড়া ছোড়েন বন্দুকধারীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহারাষ্ট্র রাজ্যের সাবেক মন্ত্রী বাবা সিদ্দিককে গুলি করার পরপরই তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশের ওপর মরিচের গুঁড়া ছুড়েছিলেন বন্দুকধারীরা। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে আটক করা হয়েছে।

গত শনিবার ভারতের রাজনৈতিক দল ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতা বাবা সিদ্দিক মুম্বাইয়ের বান্দ্রা পূর্ব এলাকায় বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন। এ ঘটনায় তিন সন্দেহভাজন বন্দুকধারীর মধ্যে দুজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁরা হলেন হরিয়ানার বাসিন্দা গুরমেল বালজিৎ সিং (২৩) এবং উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা ধর্মরাজ কাশ্যাপ। আরেক সন্দেহভাজন হলেন উত্তর প্রদেশের শিবকুমার গৌতম। তিনি পলাতক।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কথা ছিল, সিং ও কাশ্যাপ বিজয়া দশমীর শোভাযাত্রায় ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে বাবা সিদ্দিককে গুলি করবেন। তবে বাবা সিদ্দিকের আশপাশে নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং জনগণের ভিড় দেখে শিবকুমার তাঁদের বলেন তিনিই প্রথম গুলি ছুড়বেন।

তিন বন্দুকধারীর সবার কাছে মরিচের গুঁড়া ও পিপার স্প্রে ছিল। বাবা সিদ্দিককে লক্ষ্য করে শিবকুমার ছয়টি গুলি ছোড়েন। এর পরপরই তাঁরা পুলিশ কনস্টেবলের ওপর মরিচের গুঁড়া ছুড়ে দেন। শিবকুমার ভিড়ের মধ্যে মিশে পালিয়ে যান। তবে সিং এবং কাশ্যাপ ধরা পড়েন। তাঁদের কাছ থেকে দুটি পিস্তল ও ২৮ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়।

তিনবারের সাবেক বিধায়ক বাবা সিদ্দিক নিরাপত্তার (নন ক্যাটাগরিজড) আওতায় ছিলেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্য পুলিশের তিনজন কনস্টেবল নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা তিনজন তিন পালায় কাজ করতেন। বাবা সিদ্দিককে গুলি করার সময়ও এক পুলিশ সদস্য তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সূত্র বলছে, গ্রেপ্তার হওয়া দুই সন্দেহভাজন বলেছেন শিবকুমার তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময়, তাঁরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছেন। ওই দুই সন্দেহভাজনের দাবি, একমাত্র শিবকুমারই জানেন যে এই হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী কে।

সূত্র আরও বলেছে যে অভিযুক্তরা গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের জন্য কাজ করে। গুজরাটের সবরমতি জেলে বন্দী বিষ্ণোই বলিউড অভিনেতা সালমান খানের মুম্বাইয়ের বাড়ির বাইরে গুলির ঘটনায়ও জড়িত ছিলেন। বাবা সিদ্দিকের সঙ্গে সালমান খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব থাকার কথা শোনা যায়।

সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা কয়েক মাস ধরে বাবা সিদ্দিকের ওপর নজর রাখছিলেন। তাঁর বাসভবন ও কার্যালয়ের দিকেও নজর রাখছিলেন তাঁরা।

হামলার জন্য প্রত্যেককে অগ্রিম ৫০ হাজার রুপি করে দেওয়া হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের মাত্র কয়েক দিন আগে অস্ত্রগুলো তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে রোববার বলেছেন, বাবা সিদ্দিককে হত্যার ঘটনায় তৃতীয় অভিযুক্তকে শিগগিরই গ্রেপ্তার করা হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।

১-ম পাতার পর

রানি রাসমণি রোডে দাঁড়িয়ে সারি সারি খালি বাস, 'দ্রোহ কার্নিভালে'র আগে কলকাতা পুলিশের নয়া কৌশল?

পুলিশের একটি পুরনো কৌশল।

সোমবার স্বাস্থ্য ভবনে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে চিকিৎসকদের সংগঠনের বৈঠক ছিল। সেখানে এই খালি বাস দাঁড় করানোর বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। চিকিৎসকেরা বলেন, 'দ্রোহ কার্নিভাল আটকাতে রানি রাসমণি রোডে পুলিশ দূরপাল্লার খালি বাস দাঁড় করিয়ে রেখেছে বলে শুনছি। এই বিষয়গুলিই তো আমরা বলছি। একদিকে এ সব হচ্ছে। আর আপনারা আমাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন?' এ কথা শুনে স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী বলেন, “আপনারা সবটা জানেন না। আমাদের কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নেই।”কেন এগুলি এভাবে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে, তার কোনও স্পষ্ট উত্তর নেই।

প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি 'দ্রোহের কার্নিভাল' আটকাতেই এই কৌশল নিয়েছে কলকাতা পুলিশ? খালি বাস দিয়ে এমনভাবে বেষ্টনী তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে সেখানে কিছুই প্রবেশ করতে না পারে। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের মূল সড়ক ব্যারিকেড করে রাখা হয়েছে। পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলি ঠিক যে জায়গায় হয়, সেই রাস্তা ধরেই দূরপাল্লার খালি বাসগুলি দাঁড়িয়ে আছে।

এই অবস্থা দেখে প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা। তাঁরা বলছেন, দ্রোহের কার্নিভাল আটকাতেই এই ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।

১-ম পাতার পর

ডাক্তারদের পাশে থাকতে চান সুকান্তেরা

রবিবার সুকান্তের সই করা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বিজেপি। সেই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে' জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনের যে আন্দোলন, তাতে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির। আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের আবহে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা যে দাবি তুলেছেন, তা বৈধ। সেই দাবি দ্রুত পূরণ করা উচিত। বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠকে রাজ্য সরকার দাবি পূরণের কথা জানালেও পরে তা থেকে সরে এসেছে। এর পরেই বিজেপি কর্মীদের জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে পাশে থাকার ডাক দিয়েছেন সুকান্ত। প্রসঙ্গত, শনিবারই দশেরা উৎসবের সভায় ভাগবতের মুখে আরজি করের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তিনি বলেন, "আরজি করের ঘটনা আমাদের সকলের কলঙ্ক। এমন ঘটনা ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। আর ঘটলে সকলকে একসঙ্গে তার মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু সেখানে অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে।'' কলকাতায় আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদেরও সমর্থন করেছেন আরএসএস প্রধান। তাঁর মন্তব্য, "পুরো দেশ আজ ডাক্তার ভাইদের পাশে রয়েছে।" এই আবহে রবিবার পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি কর্মীদের এই আন্দোলনের পাশে থাকার ডাক দিলেন সুকান্ত। তাঁর বক্তব্য, "আমরা প্রথম থেকেই নিজেদের দলীয় কর্মসূচির পাশাপাশি চিকিৎসকদের আন্দোলনকে সমর্থন করে এসেছি। এখন যা পরিস্থিতি, তাতে আরও বেশি করে সমর্থন দেওয়ার কথা মনে হল। সেই হিসাবে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।''বিজেপির আগে একই পথে হেঁটেছে সিপিএমও। শুক্রবার ডাক্তারদের 'মহাসমাবেশ'কে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমর্থন করে রাজ্য বামফ্রন্ট। রাজ্য বামফ্রন্টের তরফে বিবৃতি দিয়ে সাধারণ মানুষকে শুক্রবার বিকালে ধর্মতলায় ডাক্তারদের ডাকা সমাবেশে অংশ নিতে অনুরোধ করা হয়। কোনও রকমের সাংগঠনিক পতাকা নিয়ে যেতেও বারণ করা হয়। জানানো হয়, সাধারণ নাগরিক হিসাবেই যেন কর্মসূচিতে অংশ নেন বাম কর্মীরা। এ বার কি ভাগবতের মন্তব্যের পর সিপিএমের পথে হাঁটছে বিজেপি? সুকান্ত অবশ্য সেই সিপিএমকে 'অনুসরণ' করার কথা মানেননি। তিনি সিপিএমের পথ নেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, "বাংলায় শূন্য, দেশে এখন নিঃস্ব সিপিএম। তার থেকে বিশ্বের বৃহত্তম দল বিজেপি শিখবে, ভাবলেন কী করে?" এর পরেই তিনি জানিয়ে দেন তাঁদের দাবি। তাঁর কথায়, "আমাদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। এই আন্দোলনে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট, তা হল চিকিৎসকদের নিরাপত্তা।"

১-ম পাতার পর

নাচতে নাচতে এলেন বিসর্জনে, পরমাত্মীয় দু'জন ফিরলেন লাশ হয়ে

ঘটনা ঘটেছে। আমাদের ব্যবস্থা ছিল আগে থেকে, আমরা স্পিডবোর্ড ডুবুরি নামিয়েছি আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির দ্রুত উদ্ধার।'

পরিবার থেকে জানা যায়, অংশু নন্দী পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, তিনি অস্ট্রেলিয়ায় কর্মরত। পুজোর ছুটি উপলক্ষে বাড়িতে এসেছেন। সোমবার দুপুর তিনটে নাগাদ বালুরঘাট কাঁঠালপাড়ার বাসিন্দা সাহাবাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জনে আসে পরিবারের সদস্যরা। নিরঞ্জন করার পর দেবীর প্রতিমা আরো জলের দিকে ঠেলতে গেলে তিনজন জলে তলিয়ে যেতে থাকে। উপস্থিত পরিবারের অন্য সদস্যরা বাঁচানোর চেষ্টা করেন। পরিবার সুত্রের খবর ঘাটে সেই সময় নৌকায় দু তিনজন ছিলেন তাদের প্রচেষ্টায় দুজনকে উদ্ধার করা যায়। দুজনকেই বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়, হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা শ্যামল কুমার দত্তকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিরঞ্জনে যেকোনও পরিস্থিতিতে সামাল দেওয়ার জন্য আগে থেকেই জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার পক্ষ থেকে স্পিডবোট ডুবুরি সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। জলে ডুবে যাওয়া খবর পাওয়া মাত্রই পুলিস উদ্ধারকাজ শুরু করে। কিন্তু অংশু নন্দীর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের
৩ বছর পূর্তিতে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের ৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

সমাজমাধ্যমে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েলের তুলে ধরা এক বার্তার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন :

“ভারতের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক রূপান্তর বাস্তবায়িত করতেই প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের সূচনা। এটি চালু হওয়ার পর থেকে দেশের সংযোগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। পরিবহণ ক্ষেত্রে গতি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতাও ত্বরান্বিত হয়েছে।”

শ্রী মোদী আরও বলেছেন, “সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে সার্বিক ব্যবস্থা যেমন আরও চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনই অযথা বিলম্ব সহ অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও অনেকাংশে কমিয়ে আনা গেছে। এর পথ ধরে বেশ কিছু মানুষের জীবনে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনাও উন্মুক্ত হয়েছে।”

পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় মন্তব্য করেছেন যে, “গতিশক্তি মাস্টার প্ল্যানের কারণে বিকশিত ভারত গঠনের যে দৃষ্টিভঙ্গী আমরা গ্রহণ করেছি, তার বাস্তবায়নেও গতি সঞ্চার ঘটেছে। এর ফলে, দেশের অগ্রগতি, শিল্পোদ্যোগ ও উদ্ভাবন প্রচেষ্টাও বিশেষভাবে উৎসাহিত হবে।”

২ পাতার পর

কেন্দ্রীয় গ্রাহক সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ ওলাকে উপভোক্তাদের রিফান্ড মোড সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা বিকল্প নির্বাচনের পদ্ধতি তৈরির নির্দেশ দিয়েছে

ব্যবস্থাপনা তাতে থাকে না। ওলা কেবলমাত্র একটি কুপন কোড দেয় যা পরবর্তী রাইডে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তা কোনওভাবেই কাম্য নয়। এই ব্যবস্থাপনা গ্রাহক সুরক্ষা খর্ব করে। ২০২৪ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত জাতীয় গ্রাহক সুরক্ষা হেল্পলাইনে ওলার বিরুদ্ধে ২০৬১ টি অভিয়োগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই উচ্চ ভাড়া সম্পর্কিত। এছাড়া চালকদের অতিরিক্ত অর্থ চাহিদা এবং যথাযথ স্থানে না পৌঁছনো সংক্রান্ত অভিযোগও রয়েছে। সিসিপিএ ওলাকে গ্রাহকদের অধিকার রক্ষায় আইনি পরিকাঠামো মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৭৭ সংখ্যা ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ মঙ্গলবার ২৮ আশ্বিন, ১৪৩১

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের

১০০ বছর উপলক্ষে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস)-এর প্রতিষ্ঠাকালের আজ ১০০ বছর পূর্ণ হল। এজন্য এই প্রতিষ্ঠানকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন যে গত ১০০ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি জাতির সেবায় কাজ করে চলেছে। শ্রী মোহন ভাগবত এ সম্পর্কে সমাজমাধ্যমে যে ভিডিও বার্তা তুলে ধরেছিলেন তার উত্তরে শ্রী মোদী বলেছেন : "রাষ্ট্র সেবায় সমর্পিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ আজ শততম বর্ষে প্রবেশ করল। সংঘের নিরন্তর যাত্রাকালের এই ঐতিহাসিক ঘটনায় সমস্ত স্বয়ং সেবককে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভারতমাতার সেবায় সঙ্কল্পবদ্ধ ও সমর্পিতপ্রাণ সংঘ 'বিকশিত ভারত' গঠনের স্বপ্নকে সফল করে তুলতেও নতুন নতুন উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। অন্যদের মধ্যেও সেই উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে। আজ বিজয়া দশমী। তাই এই শুভ মুহূর্তে মাননীয় সংঘ পরিচালক শ্রী মোহন ভাগবতের বার্তাটি সকলের শোনা প্রয়োজন ..."

সম্পাদকীয়

প্রত্যাহার নয়, দ্রোহ কার্নিভালে মুখ্যসচিবকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন ডাক্তাররা!

যে কর্মসূচি প্রত্যাহারে সিনিয়র চিকিৎসকদের বৈঠকে ডাকলেন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা, সেই কর্মসূচিতে তাঁদেরই আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন ডাক্তাররা! মঙ্গলবার, জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের ডাকে দ্রোহ কার্নিভালের ডাক দেওয়া হয়েছে। একইদিনে রেড রোডে রয়েছে দুর্গাপুজো কার্নিভাল।আইএমএ-র তরফে ডাক্তার রঞ্জন ভট্টাচার্য জানালেন, "বৈঠক সদর্থক হয়েছে। মুখ্যসচিব সদিচ্ছা দেখিয়েছেন। তবে দাবিপূরণের কোন সময়সীমা বলেননি। আমরা এই শেষ এলাম। আর আসব না। দেখা যাক, সরকার কতদিন সময় নেয় জুনিয়র ডাক্তারদের সব দাবি মেনে নিতে।" এদিনের বৈঠকে বিভিন্ন হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজের দুর্নীতি, থ্রেট কালচার নিয়ে কথা হয়েছে। চিকিৎসক সংগঠনগুলি মেডিক্যাল কাউন্সিল নিয়েও আপত্তির কথা জানান। এসব শুনে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব বিষয়টি এড়িয়ে যান বলে অভিযোগ প্রতিনিধিদের। ডাক্তার সুবর্ণ গোস্বামী অবশ্য গোটা বৈঠককেই নিষ্ফলা বলে জানান, তাঁরা হতাশ।তাই দ্রোহ কার্নিভাল কর্মসূচি প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছিলেন মুখ্যসচিব। সোমবার তাঁর ডাকে বৈঠকে যোগদান করে কর্মসূচি থেকে পিছু হঠা দূর অস্ত, উলটে মুখ্যসচিবকেই তাঁদের কার্নিভালে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন জেপিডি-র প্রতিনিধিরা। বৈঠক শেষে বেরিয়ে সেকথাই জানালেন তাঁরা। পাশাপাশি অনশন মঞ্চে গিয়ে একবার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করুন মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব সকলে, এই আবেদন জানানো হয়েছে চিকিৎসক সংগঠনগুলির তরফে।এদিন স্বাস্থ্যভবনে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন ৮ চিকিৎসক সংগঠনের প্রতিনিধি। ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। তবে বৈঠকে স্বাস্থ্যসচিবের অনুপস্থিতি নিয়ে কোনও সদুত্তর মেলেনি বলে অভিযোগ বৈঠকে যোগদানকারী চিকিৎসকদের। বৈঠকের পর বেরিয়ে তাঁরা জানান, "আমরা ওঁকে দ্রোহ কার্নিভালে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি।" বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রোটেক্ট দ্য ওয়ারিয়র্সের অভীক ঘোষ বলেন, "জুনিয়র ডাক্তারদের অনশন ১০ দিনে পড়ল। তাঁদের স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। আমরা বলেছি, এই অনশন তুলতে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিক। এই মুহূর্তে সেটাই সবচেয়ে জরুরি। তাঁদের ১০ দফা দাবি মেনে নেওয়া হোক। যা এখনই মানা সম্ভব নয়, তার জন্য সময় দেওয়া হোক। তবে একবার মুখ্যসচিব, মুখ্যমন্ত্রী অনশন স্থলে গিয়ে তাঁদের অবস্থা দেখে আসুন।"

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই প্রথা নরনারায়ণ কর্তৃক নিযুক্ত পুরোহিতদের মধ্যেও দেখা যেত। কামাখ্যার পূজা বামাচার ও দক্ষিণাচার উভয় মতেই হয়। সাধারণত ফুল দিয়েই পূজা দেয়া হয়। মাঝে মাঝে পশুবলি হয়। স্ত্রীপশু বলি সাধারণত নিষিদ্ধ হলেও বহু পশুবলির ক্ষেত্রে এই নিয়মে ছাড় দেয়া হয়।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অসীম শক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

কোনভাবে তা সম্ভব নয় ঈশ্বর ছাড়া। সেই জগৎ জননী একমাত্র পারেন সবকিছু ঠিক করতে।তবে যারা ভাবছো যে আমার ক্ষতি করবে , তাদের ধারণাটাই ভুল ঈশ্বর তার প্রমান দেবে সময় মতো। হাজার ক্ষতি করতে চাইলেও ঈশ্বর সর্বদাই সৎ মানুষের সাথে থাকে তার প্রত্যক্ষ পরমান আমি নিজে। আমাদের পুকুরের বিষ দিয়ে করতে করতে চেয়েছে ঈশ্বর তার বিচার করবে অনিবার্য, তাই আমরা ঈশ্বর মানি আর নাই বা মানি সারা বিশ্বজুড়ে মায়ের প্রভাব বিস্তার লাভ করে রয়েছে এই ধরাধামে। ঈশ্বর ছাড়া এই পৃথিবীতে বাঁচার কোন রাস্তাই নেই, ঈশ্বরী পারে একটা মানুষকে যত যত যোগ্য স্থানে পৌঁছে দিতে। তবে রাজনৈতিক হিংসা মানুষকে যেভাবে নাস্তানাবুদ করে আর ঈশ্বর তার একের পর এক বিচার-বিবেচনা করতেই থাকে। ঈশ্বর পারে না এমন কোন কাজ নেই এটা আমি আমার জীবনের উপলব্ধি দিয়ে বলতেই পারি। ঈশ্বর আমরা বিভিন্ন রূপে, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন বিষয়ে তাকে দেখে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর যেন বিরাজমান। তাই বলবো মানুষ যত অসহায়হয়ে পড়ে তার বুদ্ধি বিবেক এবং জ্ঞান ততটাই লোপ পেয়ে যায়। কে প্রকৃত বন্ধু আর কে বন্ধু নয় সেটি বিপদে পড়লে সবকিছু পরিষ্কার হয় নিজের কাছে।এ প্রসঙ্গে নিজের কিছু উপলব্ধি কথা না লিখলে আজ আমার এই লেখাটি আপনাদের কাছে অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে।অনেকেই আমাকে বলেছে তুমি সাংবাদিকতা কেন করছ এটা ছেড়ে দাও আমি স্বামী বিবেকানন্দর কথামতো বলেছিলাম ঈশ্বর যা করার আমি তাই করছি। স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ ছিলেন, এ প্রসঙ্গে হয়তো অনেকের অজানা। স্বয়ং ঈশ্বর বিবেকানন্দকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিয়েছে, সে প্রসঙ্গে একটু বলে রাখাই ভালো।স্বামী বিবেকানন্দ এর একটি ঘটনা স্বামীজী একবার তাঁর শিষ্য ও ব্রহ্মচারীদের একটি তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা বলেছিলেন - একবার তিনি ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি যে কামড়ায় ছিলেন, সেখানে এক ভদ্রলোক তাঁকে অনেক্ষন ধরে লক্ষ্য করছিলেন।এক সময় সেই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

জম্মু-কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহার, সরকার গঠনের প্রস্তুতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জম্মু এবং কাশ্মীর থেকে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহার করা হলো। এর ফলে দেশটির কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে নতুন সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত হলো। শুক্রবার জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) নেতা ওমর আব্দুল্লাহ। সম্প্রতি বিধানসভার নির্বাচনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেসের জোট। স্বাভাবিকভাবেই লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সাথে দেখা করে নতুন সরকার গঠনের দাবি জানান এনসি'এর সহ-সভাপতি ওমর। এরপরই সেখান থেকে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে দীর্ঘ ছয় বছর পর জম্মু কাশ্মীর থেকে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহার করা হলো। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু স্বাক্ষরিত এক নির্দেশিকায় বলা হয়, ২০১৯ (২০১৯-এর ৩৪) সালের জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইনের ৭৩ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ভারতীয় সংবিধানের ২৩৯ এবং ২৩৯এ ধারা অনুযায়ী সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি ছিল। ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর তারিখে ওই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১৯ সালের জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন আইনের ৫৪ ধারা অনুযায়ী নতুন মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের আগেই অবিলম্বে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার করা হবে।' উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনে জোট সরকার গঠন করে বিজেপি ও 'পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি' (পিডিপি)। যদিও ২০১৮ সালের ১৮ জুন জোট সরকার থেকে বেরিয়ে আসে মেহেবুবা মুফতির নেতৃতাধীন পিডিপি। পরদিন ১৯ জুন থেকে সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন চলে আসছে। এরই মধ্যে ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ও ৩৫এ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পর রাজ্যের মর্যাদা হারায়। সেইসাথে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ নামে দুইটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রের মোদি সরকার। এরকম এক প্রেক্ষিতে গত ১৮ ও ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর- মোট তিন দফায় সেখানে বিধানসভার ভোট নেওয়া হয়। এই নির্বাচনে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেস জোট গঠন করে নির্বাচনের লড়াই করে। জম্মু-কাশ্মীরে মোট ৯০ আসনের মধ্যে ম্যাজিক ফিগার ৪৬। সেখানে এই জোটের দখলে আসে ৪৯ আসন, যার মধ্যে ন্যাশনাল কনফারেন্স একাই ৪২ আসনে জয় পায়, কংগ্রেস ৬ আসনে এবং সিপিআইএম ১ আসনে জয় পায়। অন্যদিকে ২৯ আসনে জয় পায় বিজেপি, ৩ আসনে জয় পায় 'পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি' (পিডিপি), ১ টি করে আসনে জয় পেয়েছে আম আদমি পার্টি (আপ) এবং জম্মু-কাশ্মীর পিপলস কনফারেন্স এর প্রার্থীরা, অন্যরা ৭ টি আসনে জয় পায়। কিন্তু নির্বাচনের পর ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেসের জোট সরকারে যোগ দেয় স্বতন্ত্র দলের ৪ বিধায়ক এবং আম আদমি পার্টির একমাত্র বিধায়ক। নির্বাচনের পর গত বৃহস্পতিবার ওমর আব্দুল্লাহকে সর্বসম্মতভাবে ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের বিধান পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবে দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পথ পরিষ্কার হয়। এর আগে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ওমর আব্দুল্লাহ। সে সময়ও রাজ্যটিতে জোট সরকারে ছিল ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেস। তবে নতুন সরকার গঠনের পর জম্মু-কাশ্মীরে নির্বাচিত সরকারের কতটা ভূমিকা থাকবে, লেফটেন্যান্ট গভর্নরের ভূমিকাই বা কি থাকবে, তা এখন স্পষ্ট নয়। এরই মধ্যে শনিবার ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ জানিয়েছিলেন, নতুন সরকারের উদ্দেশ্যই হবে জম্মু-কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া।

নয়াদিল্লীতে বায়ু দূষণ রোধে আতশবাজি নিষিদ্ধ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে সোমবার বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে আতশবাজির উপর 'সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা' জারি করেছে।

দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির এক বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে এএফপি জানানয়, শহরটিতে সব ধরনের আতশবাজি তৈরি, সংরক্ষণ, বিক্রি ও ফাটানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। 'উচ্চ বায়ু দূষণ রোধে জনস্বার্থে' এ আদেশ দেওয়া হয়েছে।

পহেলা নভেম্বর হিন্দু ধর্মীয় উৎসব দীপাবল্লির দুই সপ্তাহ আগে আদেশটি দেওয়া হলো। অনেকে আতশবাজিকে হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব দীপাবলি উদযাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করেন। দর্শনীয় ও রঙিন উৎসবটি অন্ধকারের উপর আলোর বিজয়ের প্রতীক। হিন্দু দেবী লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে এই আয়োজন করা হয়। তবে পুলিশ প্রায় ৩ কোটি মানুষের এই শহরে বিধিনিষেধগুলো বরাবরই শিথিল চোখে দেখে থাকে।

নয়াদিল্লী প্রতি শরৎকালে তীব্র ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন থাকে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষকদের খড় পোড়ানোর জন্য এমনটা হলেও দীপাবলিকে ঘিরে বিপুল সংখ্যক আতশবাজি পোড়ানোর ফলে বায়ু দূষণ ব্যাপক আকার ধারণ করে।

২০২০ সালের একটি ল্যানসেট রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ২০১৯ সালে দিল্লিতে বায়ু দূষণের কারণে সৃষ্ট নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ১৭,৫০০ লোক প্রাণ হারায়।

নয়াদিল্লীর বাসিন্দারা ঝামেলা এড়াতে মাঝরাতে বা ভোরের দিকে আতশবাজি ফোটায়। তবে এ বছর দিল্লির নগর কর্তৃপক্ষ রাজ্য পুলিশকে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের 'দৈনিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রতিবেদন' জমা দিতে বলা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা ২০২৪ সালের শেষ পর্যন্ত চলবে।

সিনেমার খবর

cinema TV

নেলা তার জীবনের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে বয়ফ্রেন্ডকে 'ডিলিট' করে দিতে চায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'টেক কন্ট্রোল অব মাই লাইফ'। বলিউড স্টারকিড অনন্যা পাণ্ডে কিছুতেই নিজেকে 'কন্ট্রোল' করতে পারছেন না। ভুলে যেতে চান প্রতারক বয়ফ্রেন্ডকে। মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চান পুরোনো সুখস্মৃতি। বারবার চেষ্টা করেও তিনি এ কাজে সফল হয়ে উঠতে পারছেন না। ফেলে আসা নিকট-অতীত তাঁর মনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে; যা প্রতিনিয়ত তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। এ অবস্থায় কী করবেন তিনি! এমনই এক পরিস্থিতির মুখোমুখি অনন্যা পাণ্ডে। তবে এটি বাস্তবে নয়, আসন্ন হিন্দি চলচ্চিত্র 'কন্ট্রোল'-এ নেলা চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে তাঁর এ রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

সম্প্রতি প্রদর্শিত এ ছবির ট্রেলারে দেখা যায়, নেলা অবস্হি ও জো মাসকারেনহাসের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্পর্কের সূত্র ধরে তারা রীতিমতো তাদের জীবনের ছোট ছোট মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করতে থাকে। জো যখন নেলার সঙ্গে নিঃশব্দে প্রতারণা করে বসল, তখন ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়। এরপর নেলা তাঁর জীবন নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ে এবং একটি অপ্রত্যাশিত ব্রেকআপ থেকে বাঁচতে এআইর শরণাপন্ন হয়। সে সিটিআরএল নামে একটি এআই প্ল্যাটফর্মে সাইনআপ করে। নেলা যখন এই অ্যাপে ঢুকে তখন এআই তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি জানো আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?' নেলা তার জীবনের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয় এবং সফটওয়্যারটিকে বলে যে সে তার বয়ফ্রেন্ডকে 'ডিলিট' করে দিতে চায়। এআই তাৎক্ষণিকভাবে কথাটি বেশ আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করে। এরপর কী হয়? এআই কি নেলার ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছে কিংবা এতে তার প্রতিক্রিয়াই-বা কী? এআই বাস্তব জীবনে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হলে এর পরিণতি কী হতে পারে, এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই এ চলচ্চিত্রের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে।

'কন্ট্রোল' হলো একটি অত্যাধুনিক থ্রিলারধর্মী চলচ্চিত্র, যা ঐতিহ্যগত গল্প বলার ধারণাকে পাশ কাটিয়ে প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করবে। যুক্তিগত অগ্রগতি এবং এর ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার পরিপ্রেক্ষিতে এই ছবিটি সবার জন্য দেখার উপযোগী। আমরা কি আসলেই আমাদের জীবনের সমস্ত ডিজিটাল এক্সটেনশনের নিয়ন্ত্রণে আছি, নাকি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে? এর উত্তর 'কন্ট্রোল' অন্বেষণ করার চেষ্টা করে। বিক্রমাদিত্য মোতওয়ান পরিচালিত এ ছবিতে অনন্যার বিপরীতে অভিনয় করেছেন বিহান সম্বত। এ ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন দেবিকা বৎস, সুচিতা ত্রিবেদি, কামাক্ষী ভাট, সামিত গম্ভীর প্রমুখ। ২০১৯ সালে 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার ২' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বলিউডের রুপালি পর্দায় যাত্রা শুরু করেন অনন্যা পাণ্ডে। এই অভিষেক ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ নবাগত অভিনেত্রী বিভাগে ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার জিতেছিলেন। এরপর 'পতি পত্নী অউর ওহ', 'আংরেজি মিডিয়াম', 'খালি পিলি' ছবিতে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত 'লাইগার', 'খো গয়ে হাম কাহাঁ' ছবি দুটি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। অভিনয়ে আসার আগে অনন্যা পাণ্ডে শাহরুখ খান অভিনীত 'রইস' চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। এ ছাড়া তাঁর গ্ল্যাম রিল ইমেজের কারণে তিনি একটি ভালো ফ্যান ফলোয়িং উপভোগ করেন। অনন্যা সেই অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন, যারা প্রযুক্তি এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বেড়ে ওঠা প্রজন্মের অন্তর্গত।

কয়েক দিন আগে অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পেয়েছে অনন্যা পাণ্ডের 'কল মি বে' সিরিজ। যেখানে অভিনয় করে প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। আগামীকাল নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাচ্ছে তাঁর অভিনীত নতুন সিনেমা 'কন্ট্রোল'।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যা বললেন গুলিবিদ্ধ গোবিন্দ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিজের রিভলভারের গুলিতে গত মঙ্গলবার আহত হয়েছিলেন বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ। রিভলবার লক না থাকায় গুলি ছিটকে লাগে নিজের হাঁটুতে। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর প্রায় ১০টা সেলাই দেওয়া হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জুহু থানার পুলিশ। যদিও তদন্তে নেমে অভিনেতার জবানবন্দিতে নাকি বেশ কিছু অসঙ্গতি পেয়েছেন তারা।

তবে প্রিয় তারকার স্বাস্থ্যের কতটা উন্নতি হলো, সেই সংবাদের জন্য উদ্বেগে ছিলেন অনুরাগীরা। শুক্রবার সকালে হাসপাতল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি। তবে এখনই হাঁটাচলা করতে পারছেন না। পায়ে ব্যান্ডেজ-বর্ম দিয়ে মোড়া, হুইলচেয়ারেই বাইরে বের হন তিনি।

পরনে কালো কুর্তা-পায়মা। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে অপেক্ষারত অনুরাগীদের উদ্দেশে হাত জোর করে তিনি বলেন, 'আই লাভ ইউ, সকলকে ধন্যবাদ।'

অভিনেতার স্ত্রী সুনীতা আহুজা সকালেই আলোকচিত্রীদের গোবিন্দার ছাড়া পাওয়ার সংবাদ দেন। স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তি ফিরেছে আহুজা পরিবারে। সুনীতা বলেন, 'সাব বাড়ি ফিরছেন এর থেকে খুশি আর কী হতে পারে, নবরাত্রির শুরুতেই বাড়ি ফিরছেন। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।'

কলকাতায় আসার কথা ছিল অভিনেতার। নিজের সঙ্গে সব সময় লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক রাখেন তিনি। রওনা দেওয়ার আগে বন্দুকটি দেখার সময় তার হাত থেকে পড়ে যায় সেটি। তখনই বন্দুক থেকে গুলি এসে লাগে তার পায়ে।

ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই অডিও বার্তায় গোবিন্দ বলেন, 'হ্যাঁ, আমার গুলি লেগেছিল। সেই গুলি বের করা হয়েছে। আমার পরিবার, আমার মা-বাবার আশীর্বাদে এখন ভালো আছি। আপনাদের সকলের প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ।'

দেশের কোনো পিতা হয় না, মহাত্মা গান্ধী প্রসঙ্গে কঙ্গনা

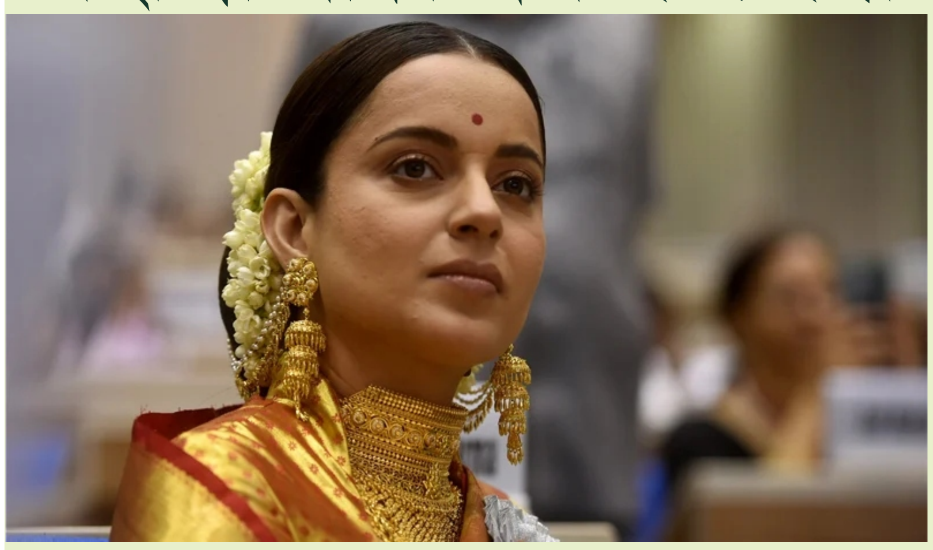

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপির সংসদ সদস্য বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত। রাষ্ট্রসহ নানা ইস্যুতে সরব থাকেন তিনি। কথা বলেন। তার অধিকাংশ মন্তব্য নিয়েই হয় বিতর্ক। ফলে বলিউডে 'বিতর্ক' আর 'কঙ্গনা' যেন সমার্থক শব্দ! বিতর্কে থাকাটা তিনি রীতিমতো অভয়াস বানিয়ে ফেলেছেন কঙ্গনা। বুধবার (২ অক্টোবর) গান্ধীজয়ন্তীর দিনে ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি পোস্ট করেন অভিনেত্রী। তিনি লেখেন, 'দেশের কোনো পিতা হয় না, লাল (সন্তান) হয়, ধন্য এই ভারতমাতার সন্তানরা।' এই পোস্টে কঙ্গনা অবশ্য ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ১২০তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাও নিবেদন করেছেন।

তবে এখানেই শেষ নয়! আরও একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। যেখানে তিনি মহাত্মা গান্ধীর স্বচ্ছতার উত্তরাধিকার বহন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। এতেই চটেছেন অনেকে! এমনকি কঙ্গনার এই পোস্ট দেখে রাজনৈতিক মহলেও উত্তেজনা চরমে।

মানুষ এত বদনাম করেছে যে আমার বিয়ে হচ্ছে না: কঙ্গনামানুষ এত বদনাম করেছে যে আমার বিয়ে হচ্ছে না: কঙ্গনা কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে অশ্লীল কটাক্ষ করেছেন। গডসে উপাসকরা বাপু এবং শাস্ত্রীজির মধ্যে পার্থক্য টানেন। নরেন্দ্র মোদী কি তাঁর দলের নতুন গডসে ভক্তকে আন্তরিকভাবে ক্ষমা করবেন? জাতির পিতা আছেন, পুত্র আছেন, শহীদ আছেন। সবারই সম্মান প্রাপ্য।'

অন্যদিকে, বেশ কয়েকমাস ধরেই কঙ্গনার 'ইমার্জেন্সি' ছবির মুক্তি নিয়ে নানা টালবাহানা। সেন্সর বোর্ড তো বলেই দিয়েছে, এই ছবি থেকে কয়েকটি দৃশ্য বাদ না দিলে মুক্তি দেওয়া যাবে না। অবশেষে সেন্সর বোর্ডের নির্দেশকেই মানতে বাধ্য হয়েছে ইমার্জেন্সি-টিম। বোর্ড যে দৃশ্য ও সংলাপগুলো বাদ দেওয়ার কথা বলেছে, সেগুলো বাদ দিয়েই মুক্তি পাবে ছবিটি।

সালমানের নবরাত্রির স্মৃতিতে কেবল ঐশ্বরিয়া

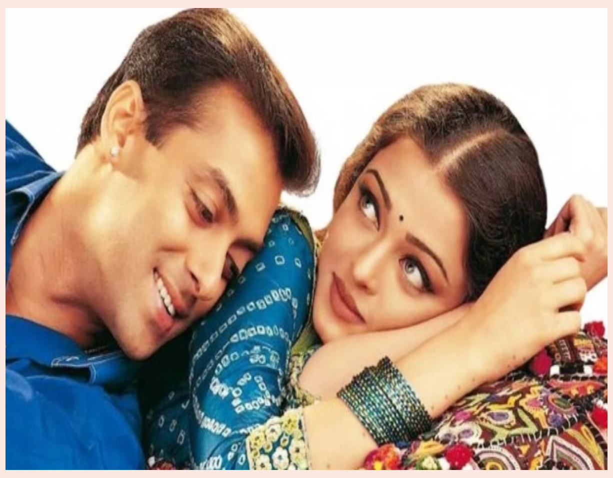

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সালমান খান ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের অপূর্ণ প্রেম নিয়ে বলিউডে এখনও চর্চা রয়েছে। 'হাম দিল দে চুকে সানাম' ছবির শ্যুটিংয়ের মধ্য দিয়ে হয় তাদের মন দেয়া-নেয়ার শুরু হলেও সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। তবুও বিভিন্ন প্রসঙ্গে উঠে আসে এই জুটির কথা। নবরাত্রির প্রসঙ্গ আসলেও সালমানের 'হাম দিল কে চুকে সানাম' ছবির কথাই মনে পড়ে যায়। আর এই ছবির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে প্রেমের মুহূর্ত। এক পুরোনো সাক্ষাৎকারে সালমান জানিয়েছিলেন, তার কাছে জীবনের নবরাত্রির সেরা স্মৃতি কোনটি? নবরাত্রির মুহূর্ত বলতেই তার মনে পড়ে যায় সেই ছবির গান 'ঢোলি তারো'র কথা। এই গানে সালমান ও ঐশ্বরিয়ার প্রেমের রসায়ন আজও দর্শককে মুগ্ধ করে।

সালমান সেই সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমার কাছে নবরাত্রির সবচেয়ে বড় স্মৃতি হল 'হাম দিল কে চুকে সানাম' ছবির গান 'ঢোলি তারো'।'

১৯৯৯ সালে সঞ্জয় লীলা ভানসালির এই ছবির সেট থেকেই শুরু হয়েছিল সালমান ও ঐশ্বরিয়ার প্রেম। ছবিটি বক্স অফিসেও সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বনিবনার অভাবে ২০০১ সালেই ভেঙে যায় তাদের সম্পর্ক।

২০০৭ সালে ঐশ্বরিয়া বিয়ে করেন অভিষেক বচ্চনকে। ২০১১ সালে তাদের কোলে আসে প্রথম সন্তান, আরাধ্যা বচ্চন। তবে গত কয়েক মাস ধরে শোনা যাচ্ছে, তাদের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। অন্য দিকে সালমান ও তার পরে একাধিক সম্পর্কে জড়িয়েছেন। কিন্তু কারও সঙ্গেই সংসার পাতেননি। বর্তমানে তিনি আসন্ন ছবি 'সিকন্দর' ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

প্রকাশ্যে ঐশ্বরিয়ার ডায়রির পাতা, বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে কিছু জানা গেল কি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেশ কিছু দিন ধরেই বলিপাড়ায় গুঞ্জন, ঐশ্বরিয়া রায় ও অভিষেক বচ্চনের দীর্ঘ দাম্পত্য ভাঙতে চলেছে। যদিও বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে মুখ খোলেননি দু'জনের কেউই। তবে, তাদের মধ্যে তৈরি হওয়া দূরত্ব স্পষ্ট ধরা পড়েছে। একাধিক বার ক্যামেরাবন্দি হয়েছে সম্পর্কের ছন্দপতন। এই বিষয়ে নিন্দুকদের বক্তব্য, বচ্চন পরিবারের সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়েই নাকি গোলমাল! তার জেরেই শ্বশুরবাড়ি ছেড়েছেন ঐশ্বরিয়া! জুটির আইনি বিচ্ছদ সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। যদিও এই সব যে নিতান্তই জল্পনা, ফ্রান্সে একটি অনুষ্ঠানে বিয়ের আংটি পরে অভিনেত্রী মার্জার সরণীতে হাঁটতেই তা স্পষ্ট। এর মাঝেই সামাজি যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ঐশ্বরিয়ার লেখা ডায়েরির পাতা। সেখানে নিজের সুখ, দুঃখ, বিরক্তি সব কথাই লিখেছেন অভিনেত্রী।

ঐশ্বরিয়ার কাছে আদর্শ সম্পর্কের ধারণা ঠিক কী? সেই কথাই লিখেছেন ডায়রিতে। অভিনেত্রী লেখেন, 'আর্দশ সম্পর্ক সেটাই যা অন্ধকারের মধ্যেই তাকে আলোর দিশা দেখাবে।' এমনকী অভিনেত্রী জানিয়েছেন তাঁর বিরক্তির কারণও। মানুষ যে প্রকাশ্যে নোংরা কথা বলেন সেটা মোটেও পছন্দ নয় তার। নিজের দুঃখের কথাও লিখেছেন ঐশ্বরিয়া। তার মতে, দুঃখ জিনিসটা ব্যক্তিগত। এই সব কিছু তিনি লিখেছিলেন তরুণী বয়সে। যদিও এখন অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন তিনি। জীবন তার গতি বদলেছে। তবে প্রকাশ্যে সদাই মুখে হাসি ধরে রেখেছেন প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী।

'বড় খেলোয়াড় হলেই অধিনায়কত্ব দেয়া ভুল সিদ্ধান্ত'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ২০২০ সালে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নেতৃত্বে আসেন বাবর আজম। কিন্তু ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভরাডুবির পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)-এর চাপে অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। ছয় মাস পর পিসিবির নতুন চেয়ারম্যান মহসিন নকভী আবার বাবরকে সাদা বলের ক্রিকেটে নেতৃত্বে আনেন। কিন্তু তার অধীনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম পর্ব থেকে বিদায় নেয় পাকিস্তান। পাশাপাশি বাবর ছন্দ হারিয়েছেন ব্যাট হাতেও।

শেষমেষ মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লম্বা পোস্টে বাবর জানিয়ে দেন, তিনি সীমিত ওভারের ক্রিকেটে পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। কারণ হিসেবে ব্যক্তিগত পারফর্ম্যান্সে মন দেওয়া, নিজের খেলা উপভোগ করা ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর কথা উল্লেখ করেন তিনি।

তার সরে দাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ ইউনুস খান। ইউনুস খান মনে করেন, পাকিস্তানের ক্রিকেট সংস্কৃতিতে বড় খেলোয়াড় হলেই তাকে অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়। এটি একটি ভুল সিদ্ধান্ত। অস্ট্রেলিয়া সফররত ইউনুস খান সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের সংস্কৃতিতে, আমরা প্রায়শই সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়কে অধিনায়ক করি, যা আমি বিশ্বাস করি একটি ভুল।'

সেপ্টেম্বরে বাবর আজমকে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব ছেড়ে শুধু 'ব্যাটিংয়ে' মনোযোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। অক্টোবরের শুরুতেই নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন ডানহাতি এই টপ অর্ডার ব্যাটার। নভেম্বরে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া সফর করবে পাকিস্তান। ইউনিসের বিশ্বাস, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পাকিস্তানের ভালো খেলার সামর্থ্য রয়েছে। তবে দল নির্বাচনে কোচ এবং নির্বাচকদের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা চান ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী এই অধিনায়ক।

ইউনুস খান আরো বলেন, আমি আশা করি পাকিস্তান দল অস্ট্রেলিয়ায় ভালো পারফর্ম করবে।বর্তমান স্কোয়াডে তরুণ খেলোয়াড়দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্যই এখনো দল নির্বাচনে কিছু সমস্যা আছে যেগুলোর সমাধান করা দরকার।'

পাকিস্তান টেস্ট দল নিয়ে ইউনুসের ভাষ্য, 'আমি জেসন গিলেস্পির সাথে ক্রিকেট খেলেছি; তিনি পাকিস্তান দলের উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। তবে, দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার'।

বাংলাদেশ সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন প্রোটিয়া পেসার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পিঠের চোটে বাংলাদেশ সফর থেকে ছিটকে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার নান্দ্রে বার্গার। এর আগে ১৬ সদস্যের ঘোষিত দলে ছিলেন তিনি।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড জানায়, মেরুদণ্ডের নিচের দিকে চোট পেয়েছেন বার্গার। তাকে চিকিৎসার জন্য দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

বর্তমানে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে আবুধাবিতে আছেন বার্গার। কিন্তু সেখানেই অনুশীলনের সময় পিঠে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। এরপর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার চোট ধরা পড়ে। দুই টেস্টের টেস্ট সিরিজ আগামী ২১ অক্টোবর শুরু হবে মিরপুরে। প্রথম টেস্ট শেষে দ্বিতীয়টি খেলতে চট্টগ্রামে যাবে দুই দল। বন্দর নগরীতে শেষ টেস্ট শুরু হবে ২৯ অক্টোবর।

বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন রশিদ খান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন আফগানিস্তানের তারকা অলরাউন্ডার ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক রশিদ খান। গতকাল কাবুলের ইম্পেরিয়াল কন্টিনেন্টাল হোটেলে জমজমাট আয়োজনে রশিদ খানের বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন দুই পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, রশিদের সতীর্থ ও আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারা। পরে বিয়ের বিভিন্ন ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ভাইরাল হয়েছে।

রশিদের পাশাপাশি তার তিন ভাই আমির খলিল, জাকিউল্লাহ ও রাজা খান শুভ কাজ সারেন। তবে পাত্রীদের পরিচয় জানা যায়নি।

বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় রশিদ খানকে অভিনন্দন জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে পোস্ট করেছেন অভিজ্ঞ আফগান অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবি।

'এক্স'-এ বিয়ের কয়েকটি ছবি শেয়ার করে নবি লিখেছেন, 'বিবাহ উপলক্ষে তোমাকে অভিনন্দন, এক ও অদ্বিতীয় কিং রশিদ খান! তোমার জীবন ভালোবাসা, সুখ এবং সাফল্যে ভরে উঠুক।'

ফিলিস্তিনের আহ্বানে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে ফিফা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইসরায়েলের ফুটবল সংস্থার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের আনা অভিযোগগুলো তদন্তের ঘোষণা দিয়েছে ফিফা। শুক্রবার ৪ অক্টোবর এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমস। গত মে মাসে ফিফার কংগ্রেসে ইসরাইল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে (আইএফএ) নিষিদ্ধের দাবি তোলে ফিলিস্তিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (পিএফএ)। দাবির পক্ষে পিএফএর অভিযোগ ছিল, ফিফার বৈষম্যবিরোধী নীতি লঙ্ঘন করেছে আইএফএ। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানাচ্ছে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত করা হবে। মূলত ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটি এ তদন্ত করবে। এতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে পিএফএ।

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছেন, 'এমন স্পর্শকাতর ব্যাপারটি নিয়ে স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ মেনে কাজ করছে ফিফা কাউন্সিল। যা যা ঘটেছে, সেসব ব্যাপারে আমরা খুবই মর্মাহত। ভুক্তভোগীদের সমবেদনা জানাচ্ছি।'

ফিফার রায় ঘোষণা স্থগিত করার প্রতিক্রিয়ায় পিএফএর সভাপতি জিব্রিল রাজৌব বলেছেন, 'আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো, ফিফা কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে তদন্তের অনুমোদন দিয়েছে। আমরা নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকে ব্যাপারটিতে নজর রাখব।'

পিএফএর বিবৃতিতে বলা হয়, 'ফিফা কাউন্সিল কর্তৃক অভিযোগটি একটি দক্ষ বিচারিক সংস্থায় পাঠানোর সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। এটিকে আমরা ফিফার গঠনতন্ত্রের অভিলক্ষ্য, মানবাধিকার ও সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করার বিষয়ে যথাযথ ও প্রক্রিয়াগত ব্যবস্থা গ্রহণের পথে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছি। আমরা আমাদের দাবির ন্যায্যতা বিষয়ে সুনিশ্চিত ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় আস্থাশীল।'

ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে ১১ মাস ধরে অভিযান পরিচালনা করছে ইসরায়েল। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে বহু হত্যার পাশাপাশি দেশটির কিছু নাগরিককে জিম্মি করে হামাস যোদ্ধারা। পরে ইসরায়েলি বাহিনী একবছর ধরে গাজায় বোমা হামলা করে চলেছে। যাতে মারা গেছে ৪০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি।

আপিলে শাস্তি কমলো ৩০ মাস, চলতি মৌসুমেই ফিরছেন পগবা

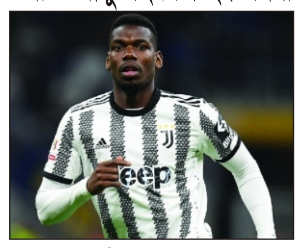

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আপিলে ৩০ মাস শাস্তি কমল পল পগবার। ডোপ-বিরোধী বিধি ভাঙার দায়ে বিশ্বকাপ জয়ী ফরাসি মিডফিল্ডারকে দেওয়া চার বছরের নিষেধাজ্ঞা কমিয়ে ১৮ মাস করেছে কোর্ট অব অ্যারবিট্রেশন ফর স্পোর্টস বা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত (সিএএস)।

নিষেধাজ্ঞা কমায় আগামী বছরের মার্চে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ফিরতে পারবেন পল পগবা অর্থাৎ চলতি মৌসুমেই মাঠে দেখা যাবে এই বিশ্বকাপ জয়ী তারকাকে। ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্টাসের সঙ্গে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি আছে তার। গত বছরের আগস্টে সেরি আ উদিনেজের বিপক্ষে ম্যাচের পর দৈবচয়ন ভিত্তিতে পগবার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় তার শরীরে উচ্চমাত্রার টেস্টোস্টেরোনের উপস্থিতি পাওয়ায় ওই বছরের সেপ্টেম্বরে তাকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাকে চার বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা দেয় ইতালির জাতীয় ডোপিং-বিরোধী ট্রাইব্যুনাল। সেটি কার্যকর ধরা হয়েছে ওই সেপ্টেম্বর থেকেই। কোনও অন্যায় করার কথা অস্বীকার করে তখনই আপিল করার কথা জানিয়েছিলেন পগবা। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ছয় মৌসুম কাটানোর পর ২০২২ সালে ফ্রি ট্রান্সফারে পুরোনো ঠিকানা জুভেন্টাসে ফেরেন ফরাসি এই তারকা। তারপর থেকে একের পর এক চোটে খুব বেশি ম্যাচ খেলতে পারেননি বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার।

মেসির প্লে অফ অভিষেক, দেখানো হবে ২৫ হাজার বর্গফুটের পর্দায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মেজর লিগ সকার এরই মধ্যে সুপারস্টার লিওনেল মেসির এমএলএস কাপের প্লে অফ অভিষেকের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। যদিও তার ক্লাব ইন্টার মায়ামির প্রতিপক্ষ এখনও নির্ধারণ হয়নি।

কলম্বাস ক্রুকে ৩-২ গোলে হারিয়ে প্রথম সাপোর্টার্স শিল্ড নিশ্চিত করে মায়ামি। ২৫ অক্টোবর তারা ফোর্ট লডারডেলে হোম টার্ফে ম্যাচ খেলবে।এক নম্বর বাছাই হওয়ায় মায়ামি প্লে অফ খেলবে ঘরের মাঠে।

ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল স্থানীয় সময় ২৬ অক্টোবর, শনিবার। কিন্তু লিওনেল মেসির মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্লে-অফে অভিষেকের ম্যাচটির সঙ্গে যেন মায়ামি-ফ্লোরিডার অন্য ক্রীড়া সূচির জট না লাগে, তাই সেটি এক দিন এগিয়ে নিউইয়র্কের সময় ২৫ অক্টোবর আয়োজন করা হচ্ছে।

প্রথমবারের মতো মেজর সকার লিগের (এমএলএস) প্লেঅফ খেলতে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি। আর তার অভিষেক নিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে এমএলএস কর্তৃপক্ষ। এই লিগের প্লে-অফে মেসির অভিষেক যেন সাধারণ মানুষ যত বেশি সম্ভব দেখতে পারেন, সেই ব্যবস্থাও করছে তারা। নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে ২৫ হাজার বর্গফুটের বিশাল পর্দায় দেখানো হবে মেসির ইন্টার মায়ামির সেই প্লে-অফ ম্যাচ। মায়ামি খেলবে ইস্টার্ন কনফারেন্স ওয়াইল্ড কার্ড ম্যাচের বিজয়ী দলের বিপক্ষে।

২২ অক্টোবর ওই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ৮ ও ৯ নম্বর সিডে থাকা সিএফ মন্ট্রিয়ল ও টরন্টো।

২০২৩ সালের জুলাইয়ে মেসি যোগ দেওয়ার পর মায়ামি লিগস কাপ শিরোপা জিতলেও এমএলএস কাপ প্লে অফে উঠতে পারেনি। সাপোর্টার্স শিল্ড মেসির ৪৬তম ক্যারিয়ার ট্রফি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অঘটনের রাত, হারল রিয়াল-বায়ার্ন-অ্যাথলেটিকো

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে নিজ নিজ অ্যাওয়ে ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ, অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ ও বেনফিকা হেরে গেছে। রিয়ালকে ১-০ গোলে হারিয়ে হতবাক করেছে ফ্রান্সের ক্লাব লিলে। ইনজুরি নিয়ে কিলিয়ান এমবাপ্পে মাঠে নেমেও দলকে রক্ষা করতে পারেননি। অন্যদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বড় দল হয়ে ওঠা অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদকে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে ডি মারিয়াদের পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকা। অঘটনের শিকার হয়েছে বায়ার্ন মিউনিখও। ৯ গোলের জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু করা জার্মান ক্লাবটি অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-০ গোলে হেরেছে অ্যাস্টন ভিলার কাছে। ম্যাচে লিলের বিপক্ষে এনড্রিককে শুরুর একাদশে রাখেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ইনজুরি থেকে ফেরা এডওয়ার্ড কামাভিঙ্গাকে খেলার সুযোগ করে দেন। কিন্তু প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি থেকে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে ব্লাঙ্কোসরা। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৭ মিনিটে ইনজুরিতে পড়া এমবাপ্পেকে মাঠে নামান কোচ ডন কার্লো। লুকা মডরিচ, আর্দা গুলেরকে নামিয়েও ম্যাচে সমতা করতে পারেনি সর্বশেষ আসরের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী রিয়াল মাদ্রিদ। গোলের লক্ষ্যে ছয়টি শট নিলেও জালে পাঠাতে পারেনি বল। ম্যাচ শেষে কোচ কার্লো স্বীকার করেছেন, হারের পর সমালোচনা তাদের প্রাপ্য। বায়ার্ন মিউনিখ ৭৯ মিনিটে ভিলা পার্কে গোল হজম করে। ভিনসেন্ট কম্পানির দল তা আর শোধ করতে পারেনি। ৭০ শতাংশ বল পায়ে রেখে, ১৭টি শট নিয়েও হতাশ হয়েছে বাভারিয়ানরা। বেনফিকার বড় জয়ের দুই গোল এসেছে পেনাল্টি থেকে। ম্যাচের ১৩ মিনিটে কেরেম আক্তুরকগলু পর্তুগিজ ক্লাবকে এগিয়ে নেন। ৫২ মিনিটে ডি মারিয়াও পেনাল্টি থেকে গোল করেন। ৭৫ মিনিটে অ্যালেক্সজান্ডার বাহ ও ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে কোকচু গোল করেন।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR